রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, নভেম্বর ২৪, ২০১৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
বিশেষায়িত ব্যাংক-২ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৮ অগ্রহায়ণ, ১৪২২ বঙ্গাব্দ/২২ নভেম্বর ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ

এস. আর. ও. নং ৩৪২-আইন/২০১৫।—পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক আইন, ২০১৪ (২০১৪ সনের ৭ নং আইন) এর ধারা ৩৬ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা :—

১। **শিরোনাম ও প্রবর্তন**।—(১) এই বিধিমালা পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক (ব্যবস্থাপনা) বিধিমালা, ২০১৫ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।—(১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়—

(ক) "আইন" অর্থ পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক আইন, ২০১৪ (২০১৪ সনের ৭নং আইন);

(খ) "ধারা" অর্থ আইনের কোন ধারা;

(গ) "নীট মুনাফা" অর্থ বাৎসরিক পরিচালনা ব্যয়সহ যাবতীয় ব্যয় নির্বাহের পর বোর্ড কর্তৃক ঘোষিত অবশিষ্ট বাৎসরিক মুনাফা বা লাভ;

(ঘ) "ব্যাংক" অর্থ পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক আইন, ২০১৪ (২০১৪ সনের ৭নং আইন) এর ধারা ৪ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক;

(ঙ) "ফরম" অর্থ এই বিধিমালার কোন ফরম;

(চ) "লভ্যাংশ" অর্থ নীট বার্ষিক মুনাফা হইতে ধারা ২৮ এর অধীন বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ সংরক্ষিত তহবিলে জমা রাখিবার পর অবশিষ্ট নীট বার্ষিক মুনাফা, যাহা শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে বণ্টনযোগ্য;

(ছ) "শেয়ার" অর্থ ধারা ৮ এ বর্ণিত সাধারণ শেয়ার; এবং

(জ) "শেয়ারহোল্ডার" অর্থ ধারা ৬ এ বর্ণিত ব্যাংকের শেয়ারহোল্ডার।

(২) এই বিধিমালায় অন্য যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্তু সংজ্ঞায়িত হয় নাই, সেই সকল শব্দ ও অভিব্যক্তি আইনে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, এই বিধিমালায়ও উক্ত অর্থ বুঝাইবে।

৩। **নির্দেশনা প্রদানের ক্ষমতা**।—এই বিধিমালা যথাযথ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে সরকার ব্যাংককে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।

৪। **ব্যবস্থাপনা পরিচালক নিয়োগ ও চাকরির শর্তাবলী নির্ধারণ**।—(১) ব্যবস্থাপনা পরিচালক নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত নিয়োগ পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করিবার পূর্বে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদ গ্রহণ করিতে হইবে।

(৩) ব্যবস্থাপনা পরিচালক নিয়োগের বিষয়ে বোর্ডের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সম্মতির ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে।

(৪) কোন ব্যক্তি ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে অনধিক ৩(তিন) বৎসরের জন্য নিযুক্ত হইতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, কোন ব্যক্তি একাদিক্রমে দুই মেয়াদের বেশী নিয়োগ লাভের যোগ্য হইবেন না।

৫। **নিবন্ধনের আবেদন ও ফি**।—(১) ব্যাংকের শেয়ারহোল্ডার হইবার জন্য কোন সমিতিকে ব্যাংকের নিবন্ধন গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন নিবন্ধন গ্রহণের জন্য কোন সমিতিকে ব্যাংকের নিকট ফরম "ক" অনুযায়ী আবেদন করিতে হইবে।

(৩) উপ-বিধি (২) তে বর্ণিত আবেদনপত্রের সহিত বোর্ড কর্তৃক সময় সময় এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত ফি ব্যাংক বা যেকোন তফসিলী ব্যাংক হইতে ব্যাংকের নামে প্রদত্ত ডিমান্ড ড্রাফট বা পে-অর্ডার আকারে বা অনলাইনে প্রদান করিতে হইবে।

(৪) বিধি ৫ এর অধীন নিবন্ধনের জন্য আবেদন দাখিল করিবার সময় সমিতি আবেদনপত্রের সহিত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দাখিল করিবে।

৬। **আবেদনপত্র পরীক্ষা ও অনুমোদন**।—(১) বিধি ৫ এর অধীন কোন আবেদনপত্র প্রাপ্তির অনধিক ৩০(ত্রিশ) কর্মদিবসের মধ্যে বোর্ড কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে গঠিত কমিটি উক্ত আবেদনপত্র পরীক্ষা করিবে।

(২) কমিটি আবেদনপত্র পরীক্ষাকালে প্রয়োজনে অনধিক ১০(দশ) কর্মদিবসের মধ্যে অতিরিক্ত কাগজপত্র ও তথ্যাদি দাখিল করিবার জন্য আবেদনকারী সমিতিকে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন অতিরিক্ত কাগজপত্র ও তথ্যাদি প্রাপ্তির পর কমিটি আবেদনপত্র যাচাই-বাছাইপূর্বক বোর্ডের নিকট একটি প্রতিবেদন দাখিল করিবে।

(৪) কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে আবেদনপত্র বিবেচনাযোগ্য হইলে বোর্ড উহা ধারা ৬ এর উপ-ধারা (২) এর অধীন সরকারের অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করিবে।

(৫) উপ-বিধি (৪) এর অধীন সরকারের অনুমোদন প্রাপ্তির পর ব্যাংক সমিতিকে "ফরম-খ" অনুযায়ী নিবন্ধন সনদ প্রদান করিবে।

৭। নিবন্ধিত সমিতির তালিকা সংরক্ষণ।—(১) ব্যাংক ধারা ৫ এর অধীন নিবন্ধিত শেয়ারহোল্ডার সমিতির একটি তালিকা সংরক্ষণ করিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন তালিকা সংরক্ষণের নিমিত্ত ব্যাংক নিবন্ধিত সমিতিসমূহের তথ্যাদি একটি ফরম 'গ' অনুযায়ী একটি রেজিস্টার বহিতে লিপিবদ্ধ করিবে।

(৩) ব্যাংক উপ-বিধি (১) এর অধীন সংরক্ষিত তালিকায় উল্লিখিত তথ্যাদি নিয়মিত হালনাগাদ করিবে।

৮। ব্যাংকের শেয়ার সার্টিফিকেট ইস্যু।—(১) বিধি ৬ এর উপ-বিধি (৫) এর অধীন নিবন্ধন সনদ প্রদান করিবার পর সংশ্লিষ্ট সমিতির অনুকূলে শেয়ার সার্টিফিকেট প্রদান করা যাইবে।

(২) চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালকের যৌথ স্বাক্ষরে "ফরম-ঘ" অনুযায়ী সমিতির অনুকূলে শেয়ার সার্টিফিকেট প্রদান করা হইবে।

(৩) শেয়ার সার্টিফিকেট প্রদান করিবার তারিখ হইতে কোন সমিতিকে ব্যাংকের নিবন্ধিত শেয়ারহোল্ডার সদস্য হিসাবে গণ্য করা হইবে।

(৪) স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিবন্ধিত সমিতির প্রত্যেক সদস্যের জন্য গড়ে ৪(চার) টি শেয়ার হিসাবে (প্রতি সদস্য কমপক্ষে ২টি এবং সর্বোচ্চ ৬টি) প্রাথমিক পর্যায়ে শেয়ারহোল্ডার হইবার জন্য সমপরিমাণ অর্থ ব্যাংক বা কোন তফসিলী ব্যাংক হইতে ব্যাংকের নামে প্রদত্ত ডিম্যান্ড ড্রাফট বা পে-অর্ডার আকারে বা ব্যাংকের নির্দিষ্ট ব্যাংক হিসাবে অনলাইনে প্রদান করিতে হইবে।

(৫) ব্যাংকের শেয়ারহোল্ডার হইবার জন্য প্রত্যেক সমিতির মোট সদস্য সংখ্যা অনুপাতে শেয়ার ক্রয় করিতে হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, প্রত্যেক সমিতিকে শেয়ারহোল্ডার হইবার জন্য ২৪০(দুইশত চল্লিশ) টি শেয়ার ক্রয় করিতে হইবে।

(৬) পরবর্তীতে প্রত্যেক বৎসর ৩১ জানুয়ারির মধ্যে সমিতির প্রত্যেক সদস্যের জন্য কমপক্ষে ১(এক) টি শেয়ার হিসাবে সমিতিকে শেয়ার ক্রয় করিতে হইবে।

(৭) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রত্যেক বৎসর শেয়ার ক্রয় করা না হইলে বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত বিলম্ব ফি প্রদান করিয়া বাৎসরিক শেয়ার ক্রয় করিতে হইবে।

৯। শেয়ার হস্তান্তর।—(১) ধারা ৯ এর উপ-ধারা (৩) এর অধীন কোন ঋণ গ্রহীতা শেয়ারহোল্ডার তাহার শেয়ার ব্যাংকের অনুমতিক্রমে সমশ্রেণির অপর ঋণ গ্রহীতার নিকট হস্তান্তর করিতে পারিবে।

(২) কোন শেয়ারহোল্ডার উপ-বিধি (১) এর অধীন শেয়ার হস্তান্তর ব্যতীত অন্য কোনভাবে তাহার শেয়ার মূল্য ব্যাংক হইতে উত্তোলন করিতে পারিবেন না।

(৩) ব্যাংক প্রতি বৎসর উহার আয়, ব্যয়, মুনাফা ইত্যাদি পর্যালোচনা করিয়া বাজারমূল্যের ভিত্তিতে শেয়ার মূল্য নির্ধারণ করিবে।

(৪) কোন শেয়ারহোল্ডার উপ-বিধি (১) এর অধীন উহার শেয়ার সমশ্রেণির কোন শেয়ারহোল্ডারের অনুকূলে হস্তান্তরের জন্য 'ফরম-ঙ' অনুযায়ী আবেদনপত্র দাখিল করিবে।

(৫) উপ-বিধি (৪) অনুযায়ী শেয়ার হস্তান্তরের জন্য আবেদনপত্রের সহিত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংযুক্ত করিতে হইবে।

(৬) উপ-বিধি (৪) এর অধীন প্রাপ্ত আবেদন উহা প্রাপ্তির ৩০(ত্রিশ) কর্মদিবসের মধ্যে পর্যালোচনা করিয়া বোর্ডের পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করিতে হইবে।

(৭) শেয়ার হস্তান্তরের বিষয়ে বোর্ডের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৮) বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুসারে ব্যবস্থাপনা পরিচালক 'ফরম-চ' অনুযায়ী শেয়ার হস্তান্তরকারী ও শেয়ার গ্রহীতা উভয়কে সিদ্ধান্ত অবহিত করিবে।

(৯) শেয়ার হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে এবং সেই অনুযায়ী হস্তান্তরিত শেয়ার ব্যাংকে জমা প্রদান করিলে ব্যাংক উক্ত শেয়ারের পরিবর্তে গ্রহীতা শেয়ারহোল্ডার সমিতির অনুকূলে মূল শেয়ারের সমপরিমাণ শেয়ার সার্টিফিকেট ইস্যু করিবে।

(১০) হস্তান্তরিত শেয়ারের পরিবর্তে শেয়ার ইস্যু করিবার ক্ষেত্রে ইস্যুকৃত শেয়ার সার্টিফিকেটে শেয়ারের মূল মূল্য এবং ইস্যুকালীন মূল্য উভয়ই উল্লেখ করিতে হইবে।

(১১) ব্যাংক শেয়ার হস্তান্তরের পরে সংশ্লিষ্ট রেজিস্টারে এইরূপ হস্তান্তরের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবে এবং উভয় পক্ষকে বিদ্যমান শেয়ার স্থিতি অবহিত করিবে।

১০। **নিবন্ধন স্থগিত বা বাতিলকরণ।**—(১) নিম্নবর্ণিত কারণে বা ক্ষেত্রে বোর্ড নিবন্ধন বাতিল বা স্থগিত করিতে পারিবে, যথাঃ—

(ক) যে নিবন্ধনকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সংশ্লিষ্ট সমিতিকে বিধিবদ্ধ সংস্থা হিসাবে নিবন্ধন করা হইয়াছে, সেই নিবন্ধনকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত নিবন্ধন স্থগিত বা বাতিল করা হইলে;

(খ) ব্যাংকের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের পরিপন্থী কোন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করিলে;

(গ) সরকার কর্তৃক শেয়ারহোল্ডার সমিতি হিসাবে প্রদত্ত অনুমোদন প্রত্যাহার করা হইলে; এবং

(ঘ) ব্যাংকের স্বার্থে নিবন্ধন বাতিলের জন্য আনীত অন্য কোন কারণে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীনে নিবন্ধন স্থগিত বা বাতিলকরণের ক্ষেত্রে, বোর্ড কর্তৃক সংশ্লিষ্ট সমিতিকে কেন নিবন্ধন স্থগিত বা বাতিল করা হইবে না, সেইমর্মে লিখিতভাবে কারণ দর্শাইবার জন্য ১৫(পনের) দিনের সময় প্রদানপূর্বক নোটিশ প্রদান করিতে হইবে এবং উক্ত নোটিশে সংশ্লিষ্ট সমিতির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহের উল্লেখ করিতে হইবে।

(৩) কোন সমিতি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে জবাব দাখিল না করিলে বোর্ড কর্তৃক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইবে এবং বোর্ডের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৪) উপ-বিধি (২) এর অধীন জারীকৃত নোটিশে উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে কোনরূপ কারণ দর্শানো বা জবাব দাখিল করা হইলে, বোর্ড উহা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর, যেইরূপ উপযুক্ত বিবেচনা করিবে, সেইরূপ আদেশ প্রদান করিবে এবং উক্ত আদেশ চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৫) নিবন্ধন বাতিল বা স্থগিত করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইলে ব্যাংক 'ফরম-ছ' অনুযায়ী উক্ত স্থগিতকরণ বা বাতিলকরণের আদেশ প্রদান করিবে।

(৬) নিবন্ধন স্থগিত বা বাতিল করা হইলে নিবন্ধনের তালিকা সংরক্ষণ রেজিস্টারে সংশ্লিষ্ট সমিতির নামের উপর কত তারিখে কোন স্মারকে তাহা স্থগিত বা বাতিল করা হইয়াছে, তাহার তথ্য উল্লেখ করিতে হইবে।

(৭) নিবন্ধন বাতিল হওয়া কোন সমিতি পুনরায় নিবন্ধিত হইতে চাইলে নূতন করিয়া আবেদন করিয়া যোগ্যতা অর্জন সাপেক্ষে নিবন্ধিত হইবে।

১১। **নিবন্ধন বাতিলের ক্ষেত্রে সমিতির সদস্যদের স্বার্থ রক্ষা।**—বিধি ১০ এর অধীনে নিবন্ধন বাতিল করা হইলে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ উক্ত সমিতির সদস্যদের স্বার্থ রক্ষার্থে ব্যাংকে রক্ষিত সমিতির সকল সম্পদ গ্রহণ করিবে, এবং সমিতি ও সদস্যদের দেনা-পাওনা পরিশোধ করিবার পর অবশিষ্ট কোন অর্থ থাকিলে তাহা ব্যাংকের অনুকূলে অধিগ্রহণ করিবে।

১২। **সংরক্ষিত তহবিল ও উহার ব্যবহার**।—(১) ধারা ২৮ এর অধীন ব্যাংক একটি সংরক্ষিত তহবিল গঠন করিবে এবং বার্ষিক নীট মুনাফা হইতে বোর্ড কর্তৃক একটি নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ প্রতি বৎসর উক্ত সংরক্ষিত তহবিলে জমা করিবে।

(২) ব্যাংক উহার বোর্ড সভার সিদ্ধান্তক্রমে উক্ত সংরক্ষিত তহবিল নিম্নরূপভাবে সরকারি বণ্ডে অথবা রাষ্ট্রমালিকানাধীন ব্যাংকে মেয়াদী আমানত রূপে বিনিয়োগ করিতে পারিবে, যথাঃ—

(ক) ব্যাংকের নিজস্ব মূলধন, ঋণকৃত মূলধন অপেক্ষা কম হইলে, সংরক্ষিত তহবিলের সর্বোচ্চ ২৫%;

(খ) ব্যাংকের নিজস্ব মূলধন, ঋণকৃত মূলধনের সমান বা অধিক হইলে, সংরক্ষিত তহবিলের সর্বোচ্চ ৫০%; এবং

(গ) ব্যাংকের কোন ঋণকৃত মূলধন না থাকিলে সংরক্ষিত তহবিলের সম্পূর্ণ অংশঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উপরি-উক্ত শর্তাবলির আওতা বহির্ভূতভাবে সংরক্ষিত তহবিল বিনিয়োগ করিতে হইলে সরকারের পূর্বানুমতি গ্রহণ করিতে হইবে।

১৩। **সন্দেহজনক ঋণ**।—ব্যাংক উহার কার্যক্রম আরম্ভ করিবার পর কোন সদস্য শেয়ারহোল্ডার সমিতি বা উক্ত সমিতির কোন সদস্য ১(এক) বৎসর ঋণের আসল ও সুদের জন্য প্রদেয় কোন কিস্তির ২৫% অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হইলে এবং উক্ত ঋণগ্রহীতা ও জামিনদারের সম্পত্তি একত্রে ঋণের দাবি আদায়ের জন্য সন্তোষজনক মর্মে বিবেচিত হইলে উক্ত ঋণ সন্দেহজনক ঋণ হিসাবে গণ্য হইবে।

১৪। **কু-ঋণ**।—(১) ব্যাংক উহার কার্যক্রম আরম্ভ করিবার পর কোন সদস্য শেয়ারহোল্ডার সমিতি বা উক্ত সমিতি কোন সদস্যের ঋণের পরিমাণ আসল ও সুদসহ মোট দাবি ঋণগ্রহীতার সম্পদ এবং জামিনদারের সম্পত্তির মূল্য অপেক্ষা অধিক হইলে এবং ঋণগ্রহীতা ৩(তিন) বৎসরের অধিক সময়ের মধ্যে ঋণের কোন দাবি পরিশোধ না করিলে উহা কু-ঋণ হিসাবে গণ্য হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) অনুযায়ী চিহ্নিত কোন কু-ঋণ আদায়ের জন্য বোর্ড প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৩) কোন কু-ঋণ আদায় করা সম্ভব না হইলে কু-ঋণের দায় মোচনের জন্য বোর্ড মুনাফা হইতে কোন কু-ঋণ তহবিল বা সঞ্চিতি অন্য কোন তহবিল সৃষ্টি করিতে পারিবে।

১৫। **শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে লভ্যাংশ বন্টন**।—(১) ধারা ২৯ এর অধীন ব্যাংক উহার অর্থবছর শেষে বোর্ড সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণপূর্বক বার্ষিক নীট মুনাফার ৭৫% পর্যন্ত লভ্যাংশ প্রদান করিতে পারিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকারের অনুমতিক্রমে উক্ত হার বৃদ্ধি করা যাইবে।

(২) নীট বার্ষিক মুনাফা শেয়ারহোল্ডার সমিতির অনুকূলে প্রেরণ করিতে হইবে।

(৩) সমিতি উহার সদস্যদের মধ্যে তাহাদের ক্রয়কৃত শেয়ার অনুপাতে লভ্যাংশ বন্টন নিশ্চিত করিয়া ব্যাংককে অবহিত করিবে।

(৪) বোর্ড সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণপূর্বক নীট বার্ষিক মুনাফার সর্বোচ্চ ৫% অর্থ ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে সরকারের অনুমোদনক্রমে উৎসাহভাতা হিসাবে প্রদান করা যাইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত উৎসাহভাতা কোন ক্রমেই সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীর ২(দুই) মাসের মূল বেতনের অধিক হইবে না।

ফরম 'ক'

[বিধি ৫(২) দ্রষ্টব]

ব্যাংকের শেয়ারহোল্ডার হইবার জন্য নিবন্ধনের আবেদন

বরাবর
চেয়ারম্যান
পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক

বিষয় ঃ পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের শেয়ারহোল্ডার হইবার নিমিত্ত নিবন্ধন প্রদানের জন্য আবেদন।

মহোদয়,

আমরা নিম্ন পরিচয়ের সমিতির পক্ষে উহার অনুকূলে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের শেয়ারহোল্ডারের জন্য আবেদন করিতেছি। সমিতির অনুকূলে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের নিবন্ধন প্রদান এবং ব্যাংকের শেয়ারহোল্ডার করিবার জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা আমাদের সমিতির রহিয়াছে। সমিতি সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

১। সমিতি সম্পর্কিত তথ্যাদি:

(ক) সমিতির নাম ঃ

(খ) সমিতির ঠিকানা ঃ

(গ) সমিতির সদস্য সংখ্যা ঃ

(ঘ) সমিতির সঞ্চয়ের পরিমাণ ঃ

(ঙ) সমিতির শেয়ারের পরিমাণ ঃ

২। দাখিলকৃত কাগজপত্র ঃ

(ক) সমিতির গঠনতন্ত্র

(খ) সমবায় সমিতি বা বিধিবদ্ধ সংস্থা হিসাবে নিবন্ধনের সনদের অনুলিপি

(গ) মাইক্রোক্রেডিট পরিচালনার প্রমাণপত্র

(ঘ) সমিতির সদস্য সংখ্যার প্রত্যয়নপত্র

(ঙ) সমিতির বিগত বৎসরের অডিট প্রতিবেদনের অনুলিপি

(চ) আর্থিক অবস্থার তথ্যচিত্র ও ব্যাংক বিবরণী

(ছ) সমিতির শেয়ারের অংশ সম্পর্কে প্রমাণপত্র

(জ) নিবন্ধনের জন্য জমাকৃত ফি পরিশাধের পে-অর্ডার/ডিমান্ড ড্রাফট

(ঝ) সমিতির সভার সিদ্ধান্তের অনুলিপি

(ঞ) অন্য কোন প্রয়োজনীয় কাগজপত্র।

তারিখঃ সভাপতি

………………সমিতি

ফরম 'খ'

নিবন্ধন সনদ

[বিধি ৬(৫) দ্রষ্টব্য]

পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

নিবন্ধন নং :

তারিখ :

সমিতির নাম :

সমিতির ঠিকানা :

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাইতেছে যে, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক আইন, ২০১৪ এর বিধান অনুযায়ী উপরে বর্ণিত সমিতিকে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের নিবন্ধন প্রদান করা হইয়াছে। উক্ত সমিতি এখন হইতে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের নিবন্ধিত সমিতি হিসাবে গণ্য হইবে এবং ব্যাংকের শেয়ারহোল্ডার হইতে পারিবে।

অদ্য.............সনের.................মাসের.....................তারিখে আমার স্বাক্ষর ও সীল প্রদান করা হইলো।

দাপ্তরিক সীল

ব্যবস্থাপনা পরিচালক

পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক

ফরম 'গ'

নিবন্ধিত শেয়ারহোল্ডার সমিতির তালিকা সংরক্ষণ রেজিস্টার

[বিধি ৭(২) দ্রষ্টব্য]

পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

ক্রমিক	নিবন্ধিত সমিতির নাম	সমিতির ঠিকানা ও ফোন	নিবন্ধনের তারিখ	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
১.				
২.				
৩.				
৪.				
৫.				
৬.				
৭.				
৮.				
৯.				
১০.				
১১.				

ফরম-'ঘ'

শেয়ার সার্টিফিকেট

[বিধি ৮(২) দ্রষ্টব্য]

পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাইতেছে যে,..

ঠিকানা ....পল্লী

সঞ্চয় ব্যাংকের প্রত্যেকটি .... টাকা মূল্যের .... টি পূর্ণমূল্য পরিশোধিত সাধারণ

শেয়ারের নিবন্ধনকৃত ধারক (Registered Holder/Investor), যাহার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ :

অদ্য ....সনের ....মাসের...............তারিখে অত্র ব্যাংকের কমন

সীলমোহরাঙ্কিত করিয়া এই সার্টিফিকেট ইস্যু করা হইল।

সার্টিফিকেট নম্বর

হইতে	পর্যন্ত
রেজিস্টার ফোলিও নম্বর	

ব্যবস্থাপনা পরিচালক চেয়ারম্যান

ফরম-'ঙ'

শেয়ার হস্তান্তরের জন্য আবেদন ফরম

[বিধি ৯(৪) দ্রষ্টব্য]

বরাবর

চেয়ারম্যান

পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

বিষয় : **শেয়ার হস্তান্তরের অনুমতির জন্য আবেদন।**

আমরা নিম্ন পরিচয়ের সমিতি আমাদের সমিতির অনুকূলে ক্রয়কৃত.............. টাকা মূল্যমানের ....টি শেয়ার হস্তান্তর করিতে ইচ্ছুক। হস্তান্তরের জন্য প্রস্তাবিত শেয়ারসমূহ এবং সংশ্লিষ্ট সমিতিসমূহের পরিচয় ও দাখিলকৃত কাগজপত্রের তথ্য প্রদান করা হইল :

(ক) শেয়ার হস্তান্তরকারী সমিতির নাম :

(খ) শেয়ার হস্তান্তরকারী সমিতির ঠিকানা ও ফোন নম্বর :

(গ) শেয়ার গ্রহণকারী সমিতির নাম :

(ঘ) শেয়ার গ্রহণকারী সমিতির ঠিকানা ও ফোন নম্বর :

(ঙ) হস্তান্তরের জন্য প্রস্তাবিত শেয়ার সনদের ও বিবরণ :

সংযুক্ত কাগজপত্র :

(ক) শেয়ার গ্রহণকারী সমিতির নিবন্ধন সনদের সত্যায়িত অনুলিপি

(খ) শেয়ার হস্তান্তরকারী সমিতির সভার সিদ্ধান্তের অনুলিপি

(গ) শেয়ার গ্রহণকারী সমিতির সভার সিদ্ধান্তের অনুলিপি

(ঘ) শেয়ার সনদের অনুলিপি

(ঙ) যে শেয়ারসমূহ বিক্রয় করা হইবে উহার তথ্য ও বর্ণনাপত্র

তারিখ :

সভাপতি

...............................সমিতি

ফরম-'চ'

শেয়ার সার্টিফিকেট হস্তান্তরের অনুমোদন সংক্রান্ত অবহিতকরণ পত্র

[বিধি ৯(৮) দ্রষ্টব্য]

পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

স্মারক নং তারিখ :

বিষয় : **শেয়ার সার্টিফিকেট হস্তান্তরের অনুমতিপত্র।**

পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের.......................টাকা মূল্যের শেয়ার সার্টিফিকেট হস্তান্তরের জন্য....................... সমিতি কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্রের প্রেক্ষিতে উক্ত শেয়ার সার্টিফিকেট হস্তান্তরের অনুমতি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে।

সেই প্রেক্ষিতে শেয়ার হস্তান্তরকারী সমিতিকে নিম্ন পরিচয়ের শেয়ার সার্টিফিকেট জমাদান সাপেক্ষে শেয়ার গ্রহীতা সমিতিকে আগামী ২ (দুই) মাসের মধ্যে নূতন শেয়ার সার্টিফিকেট গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হইল :

(ক) শেয়ার হস্তান্তরকারী সমিতির নাম ও ঠিকানা

(খ) শেয়ার গ্রহণকারী সমিতির নাম ও ঠিকানা

(গ) শেয়ার সার্টিফিকেটের বর্ণনা

ব্যবস্থাপনা পরিচালক

অনুলিপি :

১। সভাপতি, শেয়ার হস্তান্তরকারী সমিতি।

২। সভাপতি, শেয়ার গ্রহণকারী সমিতি।

ফরম-'ছ'

নিবন্ধন স্থগিত/বাতিলকরণের আদেশ

[বিধি ১০(৫) দ্রষ্টব্য]

পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের নিবন্ধনকৃত নিম্ন পরিচয়ের সমিতির নিবন্ধন স্থগিত/বাতিল করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে।

সেই প্রেক্ষিতে অদ্য........................ তারিখ হইতে উক্ত সমিতির পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের শেয়ারহোল্ডার হিসাবে নিবন্ধন স্থগিত রাখা/বাতিল করা হইল।

সমিতির নাম	:	
সমিতির নিবন্ধন নম্বর	:	
সমিতির ঠিকানা	:	

ব্যবস্থাপনা পরিচালক

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সৈয়দা নূরুন নাহার
যুগ্ম-সচিব।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
ড. মহিউদ্দীন আহমেদ (উপসচিব), উপপরিচালকের দায়িত্বে, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site : www.bgpress.gov.bd